দৈনিক বাংলা

13

তারিখ ... 14 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

দশম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই নিষিদ্ধ করার কথা ভাবছি ঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক বলেছেন, সরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রণয়ন নিষিদ্ধ করার চিন্তা-ভাবনা করছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বেতার বা টেলিভিশনে নোট বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজনীয় কোন আইন নেই। তবে প্রয়োজনে সরকার এই আইন প্রণয়ন করার কথা ভেবে দেখতে পারে। খবর তথ্য বিবরণীর।

মঙ্গলবার ঢাকায় জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রীও তাঁর অভিমত রাখছিলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি একটি স্বাধীন কমিটি। তাদের প্রণীত খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পর তা জাতীয় সংসদে আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হবে— যাতে সকল রাজনৈতিক দল একটি গ্রহণযোগ্য ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নে অংশ নিতে পারে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তিনি উপস্থিত সম্পাদকদের একটি বাস্তব তথ্য

(৪-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

দশম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিয়ে জানান যে, দেশে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্রের তুলনায় আনুপাতিক হারে শিক্ষক কম, আবার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে ছাত্রের সংখ্যার চেয়ে শিক্ষক বেশী।

মতবিনিময় সভায় সম্পাদকরা বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেন। 'আজকের কাগজ'-এর সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কোন ভাষা শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের উপর বাধ্যতামূলক করে দেয়া ঠিক নয়।

জনাব শাহেদ বলেন, ধর্ম সম্পর্কে ছাত্ররা যার যার পরিবারেই শিক্ষা গ্রহণ করবে। তবে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তনকে সমর্থন করে বলেন, এই ব্যবস্থায় কোনভাবেই যাতে ইন্টারনেট সংযোগ না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশী জোর দেয়ার আহবান জানিয়ে বলেন, বেসরকারী সংস্থার পরিচালিত স্কুলগুলি কেন ভালভাবে চলছে না হিসাবে নেয়া প্রয়োজন।

নিউনেশন পত্রিকার সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি অভিযোগ করেন, থানা শিক্ষা অফিসাররা কখনোই গ্রামের স্কুলগুলি পরিদর্শনে যান না, বরং দুর্নীতিতে ব্যস্ত থাকেন। জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন যে, একাধিক ভাষা শিক্ষা কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না।

ভোরের কাগজ-এর যুগ্মসম্পাদক আবদুল কাইয়ুম মুকুল বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায় থেকে ইংরেজী শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, কিন্ডার গার্টেনগুলি আবার ইংরেজীর উপর অহেতুক বেশী চাপ দিচ্ছে যা ছাত্রদের শিশু মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর আহবান জানান। গ্রামের স্কুলে তিনি গার্মেন্টস কোর্স চালু করার পক্ষে অভিমত রাখেন। জনাব মুকুল যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে যদি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সাথে কিছু তিক্ততাও ঘটে, তাহলেও তা কমিটিকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক। তিনি জুলাই মাসের মধ্যেই শিক্ষানীতির খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মুহঃ ফজলুর রহমান এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন।